



গাঠনতন্ত্র

অনুমোদনের তারিখ: ২রা আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

হাওর রক্ষা আন্দোলন
মৌলভীবাজার।

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	পটভূমিকা	০১
০২	অনুচ্ছেদ-১: সংগঠনের নাম	০২
০৩	অনুচ্ছেদ-২: প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা	০২
০৪	অনুচ্ছেদ-৩: সংগঠনের শ্লোগান	০২
০৫	অনুচ্ছেদ-৪: আদর্শ, আওতা ও পরিধি	০২
০৬	অনুচ্ছেদ-৫: সংগঠনের লক্ষ্য	০২
০৭	অনুচ্ছেদ-৬: সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
০৮	অনুচ্ছেদ-৭: পরিষদসমূহের কার্যক্ষমতা	০৪
০৯	অনুচ্ছেদ-৮: কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	০৫
১০	অনুচ্ছেদ-৯: নির্বাচন পদ্ধতি	০৬
১১	অনুচ্ছেদ-১০: নবনির্বাচিত/ মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের শপথ বাক্য পাঠ	০৮
১২	অনুচ্ছেদ-১১: আহ্বায়ক কমিটি গঠন (বিশেষ পরিস্থিতিতে)	০৯
১৩	অনুচ্ছেদ-১২: মধ্যমেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরণ	০৯
১৪	অনুচ্ছেদ-১৩: বিভিন্ন সভা	০৯
১৫	অনুচ্ছেদ-১৪: সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ	০৯
১৬	অনুচ্ছেদ-১৫: আর্থিক ব্যবস্থাপনা	০৯
১৭	অনুচ্ছেদ-১৬: অডিট	০৯
১৮	অনুচ্ছেদ-১৭: শৃঙ্খলা বিধি	১০
১৯	অনুচ্ছেদ-১৮: গঠনতন্ত্রের অনুমোদন এবং উহা বলবৎ হওয়ার তারিখ	১০
২০	অনুচ্ছেদ-১৯ : গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রনয়ন কমিটি	১০
২১	অনুচ্ছেদ-২০ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন	১০
২২	অনুচ্ছেদ-২১ : আইনের বাধ্য-বাধকতা	১০
২৩	অনুচ্ছেদ-২২ : সংগঠনের বিলুপ্তি	১০
২৪	পরিশিষ্ট "ক" : সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন ফরম	১১
২৫	পরিশিষ্ট "খ" : শপথ বাক্য	১২
২৬	পরিশিষ্ট "গ" : দায়িত্ব হস্তান্তরপত্র	১৩

গঠনতন্ত্র: পটভূমিকা

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতিতে হাওরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্ষায় হাওরের বিশাল জলরাশি মাছের প্রাকৃতিক বিরাট উৎসস্থল এবং শুষ্ক মৌসুমে এসব হাওর হয়ে উঠে শস্যের বিশাল ভান্ডার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের ৪ শতাধিক (সরকারি হিসাবে ৩৭৩ টি) হাওরের মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার ছোট-বড় ৩০টি হাওরের নাম থাকলেও সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তালিকায় শুধুমাত্র (ক) হাকালুকি (খ) কউয়াদিঘি (গ) হাইল হাওরের নাম দেখিয়ে বাকী হাওরগুলোর অস্তিত্ব নাই করে দেওয়া হয়েছে। অথচ জেলা শহর ঘেঁষা খাইঞ্জার হাওর, কমলগঞ্জের গুলের হাওর, করাইয়া হাওর, বড় হাওর এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটার এন্ড সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, জেলার ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমির মালিকানা সরকারের হাতছাড়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে হাওরাঞ্চলের ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করে দখলে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

হাওরের পরিবেশ-প্রতিকূল বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে হাওরকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ সচেতন মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হাওর করাইয়া আন্দোলনের নেতা তারা মিয়া ও বীর কটু মিয়া, হাওর রক্ষা সংগ্রাম কমিটির গজনফর আলী চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ বাদশা, কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমদ, কৃষক নেতা আব্দুল মালিক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অবর্তমানে হাওরাঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য তথা বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়।

এমতাবস্থায়, বহুজাতিক কোম্পানির হাত থেকে কাউয়াদিঘি হাওরকে রক্ষার জন্য হাওর রক্ষার সংগ্রাম কমিটির সদস্য মোঃ খছরু মিয়া চৌধুরী, মোঃ আলমগীর হোসেন, অ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশিদ, মোঃ নুরুল ইসলাম, বিশ্বজিৎ নন্দী, বিপ্লব চরণ ধর ও আবু তালেব চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে “কাউয়াদিঘি হাওর রক্ষা আন্দোলন” নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং একইদিনে অর্থাৎ ২৬/০৪/২০২৪খ্রিঃ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা আ স ম ছালেহ সোহেল ঐর সম্মতিতে তাঁকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে হাওর রক্ষা আন্দোলনকে পুরো জেলাব্যাপী প্রসারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী, সিলেট অঞ্চলের ওয়াটার ও সয়েল সায়েন্স বিশেষজ্ঞ এবং হাওর পাড়ের কৃষক-মৎস্যজীবিসহ ৪ শতাধিক অংশীজনের উপস্থিতিতে “হাওর রক্ষা আন্দোলন” নামীয় ব্যানারে এক মতবিনিময় সভা মৌলভীবাজারস্থ এম. সাইফুর রহমান অডিটরিয়ামে ২৭/০২/২০২৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বিভিন্নজনের অভিমতের আলোকে ০১/০৫/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে মৌলভীবাজার পৌরসভা মিলনায়তনে “হাওর রক্ষা আন্দোলন” এর ০৮ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদসহ আ স ম ছালেহ সোহেলকে আহ্বায়ক এবং মোঃ খছরু মিয়া চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করে গঠনতন্ত্রের আলোকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের ঘোষণা করা হয়। হাওর পাড়ের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে একটি স্থায়ী কাঠামোতে রূপান্তর এবং সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে হাওর রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটির ১৬/০৫/২০২৬খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রনজিত কুমার দেব নাথ, অবসরপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক, এলজিইডি-কে আহ্বায়ক, শাহীন ইকবাল, প্রধান নির্বাহী, মৃৎনাট্য ও অ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশিদ সুয়েব-কে সদস্য করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট “গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন কমিটি” গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের পর সংগঠনের সংশ্লিষ্টজন কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। গঠনতন্ত্রের বিধিমালা সংগঠনকে সুশৃঙ্খল, শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা।

গঠনতন্ত্র : বিভিন্ন অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ-১: সংগঠনের নাম:

বাংলায়: “হাওর রক্ষা আন্দোলন”

ইংরেজীতে: "Haor Rakkha Andolan"

অনুচ্ছেদ-২: প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা:

আঁখি প্লাজা, চৌমুহনা, মৌলভীবাজার।

অনুচ্ছেদ-৩: সংগঠনের শ্লোগান:

“হাওর নদী পরিবেশ, রক্ষা করো বাংলাদেশ”

অনুচ্ছেদ-৪: আদর্শ, আওতা ও পরিধি:

(ক) উহা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।

(খ) মৌলভীবাজার জেলার কাউয়াদিঘি হাওর, হাইল হাওর এবং হাকালুকি হাওর রক্ষা আন্দোলন সমন্বয় করে এটি পরিচালিত হবে।

(গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠন/সংগঠনসমূহের সাথে এবং সরকারের হাওর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সহযোগিতা লাভের প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

অনুচ্ছেদ-৫: সংগঠনের লক্ষ্য:

(১) হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার অবৈধ দখল, ভরাটকরণ, অননুমোদিত খনন, ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন এবং হাওরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং হাওর পাড়ের অধিকার-বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো।

(২) হাওরের সঠিক সংখ্যা, ভূমির পরিমাণ এবং সীমানা নির্ধারণপূর্বক তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৩) যে-কোন ধরনের বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। তাছাড়া, হাওরাঞ্চলের যেকোনো প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) টিমে হাওর রক্ষা আন্দোলনের লোকজনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশের ন্যায় কাউওয়াদিঘি ও হাইল হাওর সুরক্ষা আদেশ জারির দাবী উত্থাপন ও দাবী আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৫) হাইল হাওরের মধ্যবর্তী গোপলা নদীর হারিয়ে যাওয়া পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনয়নের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণের দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) উজানের পলি এসে বিল ও খালসমূহ ভরাট হয়ে যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য নিয়মিত খননের দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৭) হাওরের জীববৈচিত্র্য তথা বাস্তুতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিল ও খাল লিজ প্রদান বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৮) হাওরাঞ্চলের ভূমি ধ্বংস না করে সরকারী বিভিন্ন পতিত ভূমি এবং ওয়াপদা এর ক্যানেলসহ বাঁধের উপর সৌর বিদ্যুতের প্ল্যান্ট বা এধরণের প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৯) হাওরাঞ্চলে খাদ্য উৎপাদনে সরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্প বিশেষভাবে মনু-প্রকল্পের দুর্নীতি, অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা রোধে আন্দোলন জোরদার করা।

(১০) হাওরাঞ্চলের পুরাতন রাস্তাগুলো অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ না করে আধুনিক ডিজাইনে সংস্কারের ব্যবস্থা করা। শস্য উৎপাদন সামগ্রী দ্রুত হাওরে পৌছানো এবং বোরো মৌসুমে ধান কেটে যানবাহনের মাধ্যমে দ্রুত সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরের সুবিধার্থে RCC Submerge Road নির্মাণের দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(১১) হাওরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার জলজ পরিবেশের উদ্ভিদ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার এবং নতুন চারা রোপণ ও পরিচরার জন্য সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পনা তৈরীর দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(১২) ১৯৫৬ সালের এসএ জরিপকে ভিত্তি হিসেবে ধরে হাওরাঞ্চলের বেদখল হয়ে যাওয়া ভূমি পুনরুদ্ধার এবং ভূমিহীনদের মধ্যে উক্ত ভূমি বন্টনের দাবী উত্থাপন ও দাবী আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(১৩) হাওরাঞ্চলে পর্যটক নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী উত্থাপন ও দাবী আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(১৪) হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারের প্রণীত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

(১৫) হাওরাঞ্চলের বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে পরিকল্পনা তৈরীর দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

অনুচ্ছেদ-৬: সাংগঠনিক কাঠামো:

৬.১ সাধারণ পরিষদ (জেলা পর্যায়):

(১) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

(ক) সমাজকর্মে উদ্ভুদ্ধ দেশী ও বিদেশী ১৮ (আঠারো) বছর বয়সের সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন।

(খ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত হতে হবে।

(গ) সংগঠনের নির্ধারিত ফি/মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) আদালত কর্তৃক যার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(২) সদস্য ভর্তির নিয়ম:

(ক) সংগঠনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে (আবেদন ফরম পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য)।

(খ) সংগঠন কর্তৃক আবেদন গৃহীত হওয়ার সংবাদ অবহিত করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করার পর সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৩) সদস্য-পদ বাতিল:

(ক) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ।

(খ) মৃত্যু হলে।

(গ) আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হলে বা কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে।

(ঘ) ধারাবাহিকভাবে ১(এক) বছরের অধিক সময় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ না রাখলে এবং সেচ্ছা অনুদান প্রদানে ব্যর্থ হলে।

(ঙ) সংগঠনের সার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।

৬.২ জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ:

(ক) ২বছর মেয়াদী ৪১ (একচল্লিশ) সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ:

(১) সভাপতি ১ জন

(২) সহ-সভাপতি ৭ জন (উপজেলা কমিটির সভাপতি থেকে)

(৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন

(৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক ৩ জন

(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন

(৬) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৭ জন (প্রত্যেক উপজেলা থেকে ১ জন)

(৭) অর্থ সম্পাদক ১ জন

(৮) প্রচার সম্পাদক ১ জন

(৯) দপ্তর সম্পাদক ১ জন

(১০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ জন

(১১) মহিলা সম্পাদক/মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(১২) আইন বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(১৩) ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(১৪) কার্যনির্বাহী সদস্য ১৪ জন (প্রতি উপজেলা থেকে নূন্যতম ১ জন)

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ (জেলা পর্যায়)

- (১) সদস্য সংখ্যা ৯ (নয়) জন (প্রয়োজনে অধিক হতে পারে)
 (২) মেয়াদ ২ (দুই) বছর।
 (৩) সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবীগণের মধ্য থেকে সদস্য করা হবে।

৬.৩ উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ :

২ বছর মেয়াদী ৩১ (একত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ:

- (১) সভাপতি ১ জন
 (২) সহ-সভাপতি ৪ জন
 (৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন
 (৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ জন
 (৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন
 (৬) সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক ৪ জন (আঞ্চলিক পরিষদ থেকে)
 (৭) অর্থ সম্পাদক ১ জন
 (৮) প্রচার সম্পাদক ১ জন
 (৯) দপ্তর সম্পাদক ১ জন
 (১০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ জন
 (১১) মহিলা সম্পাদক/মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন
 (১২) ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ১ জন
 (১৩) কার্যনির্বাহী সদস্য ১৩ জন

৬.৪ আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদ :

২ বছর মেয়াদী ৩১ (একত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ:

- (১) সভাপতি ১ জন
 (২) সহ-সভাপতি ২ জন
 (৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন
 (৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ জন
 (৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন
 (৬) প্রচার সম্পাদক ১ জন
 (৭) দপ্তর সম্পাদক ১ জন
 (৮) সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ জন
 (৯) মহিলা সম্পাদক/মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন
 (১০) ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ১ জন
 (১১) কার্যনির্বাহী সদস্য ২০ জন

অনুচ্ছেদ-৭: পরিষদসমূহের কার্যক্ষমতা :

(ক) সাধারণ পরিষদ (জেলা পর্যায়) এর কার্যক্ষমতা :

- (১) জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচনে/মনোনয়নে কাউন্সিলর হিসেবে ভোট প্রদান করা।
 (২) মেয়াদ উত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে আস্থায়ক কমিটি গঠনে ভোট প্রদান।
 (৩) হাওরের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষায় জনমত গঠন করা।
 (৪) সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও রূপরেখা অনুমোদন করা।
 (৫) প্রয়োজন অনুযায়ী সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

(৬) সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করা।

(৭) সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট পাস করা।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্ষমতা :

(১) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব পালন করবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত উক্ত পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮: কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) সভাপতি:

(১) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান-ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(২) সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বা অন্য সভার এজেন্ডা নির্ধারণপূর্বক সাধারণ সম্পাদক-কে সভা আহ্বানের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে তিনি নিজেও সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(৩) সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৪) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করবেন।

(৫) সকল বিল-ভাউচার অনুমোদন করবেন।

(৬) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৭) সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হাতে সংরক্ষণ করে খরচ করতে পারবেন। তবে ব্যয় নির্বাহের পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত টাকা ব্যয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সহ-সভাপতি:

(১) সভাপতির সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

(২) বিশেষ কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক :

(১) তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে সকল সভা আহ্বানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(২) সকল প্রকার চিঠি, নোটিশ, নথিপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) সভার কার্যবিবরণী লিখন ও অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৫) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৬) তিনি অর্থ সম্পাদকের সহযোগিতায় সংগঠনের বার্ষিক বাজেট ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করার ও সাধারণ সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭) সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হাতে সংরক্ষণ করে খরচ করতে পারবেন। তবে ব্যয় নির্বাহের পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত টাকা ব্যয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৮) সমমনা সংগঠন, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক ও নেটওয়ার্ক তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৯) তিনি দেশে ও বিদেশে সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন (জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক :

(১) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

(২) সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক:

তিনি সংগঠনের কর্ম-পরিসর সুদৃঢ় করার দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) অর্থ সম্পাদক :

(১) তিনি সংগঠনের সকল প্রকার অর্থ রশিদ বহির মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন।

(২) প্রাপ্ত টাকা পরবর্তী দিন/২৪ঘন্টার মধ্যে ব্যাংকে জমা করবেন এবং রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

(৩) সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিল-ভাউচার ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

(৪) তিনি সংগঠনের বার্ষিক বাজেট ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করার ও সাধারণ সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতায় করবেন।

(ছ) মহিলা সম্পাদক / মহিলা বিষয়ক সম্পাদক:

সাংগঠনিক সভার প্রবিধান মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

(জ) অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ - ৯: নির্বাচন পদ্ধতি:

হাওর রক্ষা আন্দোলনের জেলা, উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/মনোনয়ন সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উহা অংশগ্রহণকারীগণের (কাউন্সিলরগণের) উন্মুক্ত হাত তোলা বা গোপন ভোটের মাধ্যমেও হতে পারে। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/মনোনয়ন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হবে। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

৯.১ নির্বাচন কমিশন গঠন:

কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/মনোনয়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল/সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদপূর্তির অন্তত ৩০ দিন পূর্বে স্ব স্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার মাধ্যমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশনের সদস্যগণ নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে কোন পদের প্রার্থী হতে পারবেন না। নির্বাচন কমিশন সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় ভোটের তালিকা তৈরি (প্রয়োজনে), কাউন্সিল অধিবেশন/সাধারণ সভার তারিখ, সময়, ও স্থান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত তারিখে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের/মনোনয়নের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার পর নবনির্মিত কার্যনির্বাহী পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/ মনোনয়ন ও ফলাফল ঘোষণা:

(ক) আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:

(১) সাধারণ সভা/কাউন্সিল অধিবেশন:

পূর্ব নির্ধারিত তারিখে এলাকার কৃষক, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য শ্রেণী-পেশার লোকজনের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভার/অধিবেশনের আয়োজন করা হবে। আমন্ত্রণক্রমে কাউন্সিল অধিবেশনে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ (যারা কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর দান করেছেন তাঁরা) অধিবেশনের কাউন্সিলর বলে বিবেচিত হবেন।

(২) পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি:

কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/মনোনয়নের সাধারণ সভায়/কাউন্সিল অধিবেশনে জেলা ও উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ মূলত সমন্বয়ক এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে সমঝোতায় ভূমিকা পালন করবেন। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রার্থীগণের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা তা মিমাংসায় মধ্যস্থতা করবেন।

(৩) কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্ব :

কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্বে অধিবেশনের স্বাগত বক্তব্য ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে। অতপর কার্যনির্বাহী পরিষদের/আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। তিনি ১ম পর্বের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে অধিবেশনের ১ম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

৪) কাউন্সিল অধিবেশনের ২য় পর্ব :

নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর ২য় পর্বের কার্যক্রমের সূচনা করবে এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন বা মনোনয়নের কাজ পরিচালনা করবে।

(৫) প্রার্থী নির্বাচন (সমঝোতার ভিত্তিতে) :

সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন/মনোনয়নের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের (কাউন্সিলর) মধ্য থেকে শীর্ষ পদগুলোর (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক-এই ৩টি পদের) জন্য নাম প্রস্তাব চাওয়া হবে। প্রস্তাবিত নামগুলোর মধ্য থেকে একক নেতৃত্ব নির্ধারণের জন্য জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং প্রার্থীদের নিয়ে একটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে তা প্রকাশ করা হবে। পরিষদের বাকী পদগুলো নির্বাচিত/মনোনীত প্রার্থীগণ কর্তৃক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৭ দিনের মধ্যে পূরণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করা হবে এবং পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপজেলা ও জেলায় প্রেরণ করা হবে।

(৬) ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে):

যদি একাধিক যোগ্য প্রার্থী থাকেন এবং সমঝোতা বৈঠক ব্যর্থ হয়, তবে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। উক্ত ভোট উপস্থিত কাউন্সিলরগণের উন্মুক্ত হাত তোলার মাধ্যমে বা গোপন ভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। অতপর সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের দিক নির্দেশনা দিয়ে অধিবেশনের/সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

(খ) উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:

(১) সাধারণ সভা/কাউন্সিল অধিবেশন:

পূর্ব নির্ধারিত তারিখে নবনির্বাচিত আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যগণসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভার/অধিবেশনের আয়োজন করা হবে। নবনির্বাচিত আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যগণসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তি (যাঁরা কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর দান করেছেন তাঁরা) কাউন্সিলর বলে গণ্য হবেন।

(২) পর্যবেক্ষক:

কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন/মনোনয়নের সাধারণ সভা/কাউন্সিল অধিবেশনে জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ মূলত সমন্বয়ক এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে সমঝোতায় ভূমিকা পালন করবেন। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রার্থীগণের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা তা মিমাংসায় মধ্যস্থতা করবেন।

(৩) কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্ব:

কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্বে অধিবেশনের স্বাগত বক্তব্য ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে। অতপর কার্যনির্বাহী পরিষদের/আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। তিনি ১ম পর্বের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে অধিবেশনের ১ম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

(৪) কাউন্সিল অধিবেশনের ২য় পর্ব:

নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর ২য় পর্বের কার্যক্রমের সূচনা করবে এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন বা মনোনয়নের কাজ পরিচালনা করবে।

(৫) প্রার্থী নির্বাচন (সমঝোতার ভিত্তিতে):

সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন/ মনোনয়নের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের (কাউন্সিলর) মধ্য থেকে শীর্ষ পদগুলোর (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক-এই ৩টি পদের) জন্য নাম প্রস্তাব চাওয়া হবে। প্রস্তাবিত নামগুলোর মধ্য থেকে একক নেতৃত্ব নির্ধারণের জন্য জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং প্রার্থীদের নিয়ে একটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে তা প্রকাশ করা হবে। পরিষদের বাকী পদগুলো নির্বাচিত/মনোনীত প্রার্থীগণ কর্তৃক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৭ দিনের মধ্যে পূরণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করা হবে এবং পূর্ণাঙ্গ তালিকা জেলায় প্রেরণ করা হবে।

(৬) ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে):

যদি একাধিক যোগ্য প্রার্থী থাকেন এবং সমঝোতা বৈঠক ব্যর্থ হয়, তবে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। উক্ত ভোট উপস্থিত কাউন্সিলরগণের উন্মুক্ত হাত তোলার মাধ্যমে বা গোপন ভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। অতঃপর সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের দিক নির্দেশনা দিয়ে অধিবেশনের/সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

(গ) জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:(১) কাউন্সিলরের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ:

কাউন্সিল অধিবেশনের/সাধারণ সভার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে সংগঠনের জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের/আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশন কাউন্সিলরের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করবেন। হাওর রক্ষা আন্দোলনের সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং পদাধিকার বলে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের ও উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ কাউন্সিলর হিসেবে গণ্য হবেন। তবে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অবশ্যই সাধারণ পরিষদের নিয়মিত সদস্য ফি পরিশোধ থাকতে হবে।

(২) পর্যবেক্ষক :

কাউন্সিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত্তে বিভিন্ন মত-পন্থের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ থেকে ৫ জনের বেশী কিন্তু ১০ জনের কম সংখ্যক কাউন্সিলর পর্যবেক্ষক সদস্য গ্রহণ করা যাবে।

(৩) কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্ব:

পূর্ব নির্ধারিত তারিখে কাউন্সিলরগণের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা/অধিবেশনের আয়োজন করা হবে। কাউন্সিল অধিবেশনের ১ম পর্বে অধিবেশনের স্বাগত বক্তব্য ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে। অতঃপর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি/আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। তিনি ১ম পর্বের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে অধিবেশনের ১ম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

(৪) কাউন্সিল অধিবেশনের ২য় পর্ব:

নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর ২য় পর্বের কার্যক্রমের সূচনা করবে এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন বা ভোটাভুটি পরিচালনার কাজ পরিচালনা করবেন।

(৫) প্রার্থী নির্বাচন (সমঝোতার ভিত্তিতে):

সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন/ মনোনয়নের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের (কাউন্সিলর) মধ্য থেকে শীর্ষ পদগুলোর (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক - এই ৬টি পদের) জন্য নাম প্রস্তাব চাওয়া হবে। প্রস্তাবিত নামগুলোর মধ্য থেকে একক নেতৃত্ব নির্ধারণের জন্য জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, উপদেষ্টা মন্ডলী এবং প্রার্থীদের নিয়ে একটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে তা প্রকাশ করা হবে। পরিষদের বাকী পদগুলো নির্বাচিত/মনোনীত প্রার্থীগণ কর্তৃক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৭ দিনের মধ্যে পূরণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করা হবে।

(৬) ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে):

যদি একাধিক যোগ্য প্রার্থী থাকেন এবং সমঝোতা বৈঠক ব্যর্থ হয়, তবে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। উক্ত ভোট উপস্থিত কাউন্সিলরগণের উন্মুক্ত হাত তোলার মাধ্যমে বা গোপন ভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। অতঃপর সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের দিক নির্দেশনা দিয়ে অধিবেশনের/সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১০: নবনির্বাচিত / মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের শপথ বাক্য পাঠ ও দায়িত্ব গ্রহণঃ

নবনির্বাচিত/মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের শীর্ষ পদের সদস্যগণ কর্তৃক ৭ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হলে নির্বাচন কমিশন একটি সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণপূর্বক নবনির্বাচিত/মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন (শপথ বাক্য পরিশিষ্ট “খ” দ্রষ্টব্য)। এরপর বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত/মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে দায়িত্ব, নথিপত্র ও হিসাব-নিকাশ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবে (দায়িত্ব হস্তান্তরপত্র পরিশিষ্ট “গ” দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ-১১: হাওর রক্ষা আন্দোলনের জেলা, উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদোত্তীর্ণ হলে আত্মায়ক কমিটি গঠন (বিশেষ পরিস্থিতিতে):

যদি কোন কারণে মেয়াদ মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন/মনোনয়ন সম্পন্ন না হয়, তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৭ থেকে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আত্মায়ক কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি আগামী ৯০ দিনের মধ্যে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের/মনোনয়নের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বাধ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১২: মধ্যমেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরণ :

মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য কো-অপট করে উহা পূরণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-১৩: বিভিন্ন সভা:

ক) সাধারণ সভা:

বছরে একবার অথবা বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে।

(খ) জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা:

(১) ৩ (তিন) মাস পর পর সভা আহ্বান করা হবে।

(২) ৭ (সাত) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করা হবে।

(৩) মোট সদস্যের ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

(৪) সভা মূলতবী হওয়ার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পুনরায় সভা আহ্বান করা হবে।

(৫) কোরামের অভাবে ১ (এক) বারের বেশী সভা মূলতবী করা হবে না। অর্থাৎ ২য়-বার আহ্বত সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(গ) উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা:

জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে করণীয় নিরূপনের জন্য অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে শুধু সভা আহ্বান করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১৪: সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ:

(ক) সদস্যগণের চাঁদা (চাঁদার হার কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে)।

(খ) দেশ-বিদেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত অনুদান।

অনুচ্ছেদ-১৫: আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

(ক) সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের জন্য সংগঠনের নামে স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খোলা হবে।

(খ) সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের মধ্যে যেকোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করা হবে।

(গ) প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর ব্যাংক হিসাবের বিবরণী সংগ্রহ করে তা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৬: অডিট :

(ক) বছর শেষে সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অন্যান্য কার্যক্রম অডিটের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যের মধ্য থেকে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অডিট টিম গঠন করা হবে।

(খ) অডিট টিম ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তাদের অডিট প্রতিবেদন সংগঠনের সভাপতির নিকট দাখিল করবেন।

(গ) অডিট প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংগঠনের সভাপতি উহা সাধারণ পরিষদের আসন্ন সভায় পাঠ করে শুনাবেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৭: শৃঙ্খলা বিধি:

- (১) কোন সদস্য সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে প্রাথমিকভাবে তাঁকে মৌখিক সতর্ক করা হবে।
- (২) মৌখিক সতর্কতায় সংশোধন না হলে তাঁকে লিখিতভাবে কৈফিয়ত তলব করা হবে।
- (৩) কৈফিয়ত তলবের জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হবে।
- (৪) কোন সদস্যের সংগঠন বিরোধী কাজ গুরুতর প্রমাণিত হলে বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বার বার সতর্ক করার পরও সংশোধন না হলে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১৮: গঠনতন্ত্রের অনুমোদন এবং উহা বলবৎ হওয়ার তারিখ:

গঠনতন্ত্র অনুমোদনের এজেন্ডা দিয়ে আহৃত আহ্বায়ক কমিটির সভায় গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে, পাঠ করে শুনানো হবে এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হবে। উক্ত সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উহা অনুমোদিত হবে এবং অনুমোদনের তারিখ থেকে গঠনতন্ত্র বলবৎ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-১৯: গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রনয়ন কমিটি:

আহ্বায়ক কমিটির ১৬/০৫/২০২৬খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব রনজিত কুমার দেব নাথ, অবসরপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক, এলজিইডি-কে আহ্বায়ক, জনাব শাহীন ইকবাল, প্রধান নির্বাহী, মৃৎনাট্য ও অ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশিদ সুয়েব-কে সদস্য করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট “গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রনয়ন কমিটি” গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুমোদনের তারিখ থেকে উক্ত কমিটি বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-২০: গঠনতন্ত্রের সংশোধন :

গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বানপূর্বক মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-২১: আইনের বাধ্য-বাধকতা:

সংগঠনের গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত/শ্রদ্ধাশীল থেকে সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২২: সংগঠনের বিলুপ্তি:

অনিবার্য কারণে সংগঠনের বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সংগঠনের সকল দায়-দেনা পরিশোধ করে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বানপূর্বক মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র সংগঠন বিলুপ্ত করা যাবে।

সমাপ্ত

গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রনয়ন কমিটির স্বাক্ষর:

স্বাক্ষরিত ০২/০৮/২০২৬

শাহীন ইকবাল

সদস্য

স্বাক্ষরিত ০২/০৮/২০২৬

হুমায়ুন রশিদ সুয়েব

সদস্য

স্বাক্ষরিত ০২/০৮/২০২৬

রনজিত কুমার দেবনাথ

আহ্বায়ক

আহ্বায়ক কমিটির ০২/০৮/২০২৬ তারিখের সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়েছে।

স্বাক্ষরিত ০২/০৮/২০২৬

মোঃ খছর মিয়া চৌধুরী

সদস্য সচিব

স্বাক্ষরিত ০২/০৮/২০২৬

আ স ম ছালেহ সোহেল

আহ্বায়ক

আহ্বায়ক কমিটি

হাওর রক্ষা আন্দোলন, মৌলভীবাজার।

পরিশিষ্ট : “ক” (অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য)
সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন ফরম

তারিখ : খ্রিস্টাব্দ

(১) আবেদনকারীর নাম:

(২) জন্ম তারিখ : / / খ্রিস্টাব্দ

(৩) পেশা:

(৪) এন আইডি নং :

(৫) স্থায়ী ঠিকানা:

.....

(৬) বর্তমান ঠিকানা:.....

.....

(৭) মোবাইল ফোন নং :

(৮) ওয়াটসঅ্যাপ নং:

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী হাওর রক্ষা আন্দোলনের গঠনতন্ত্রের সাথে সহমত পোষণ করে ও শ্রদ্ধাশীল থেকে
স্বেচ্ছায় অত্র আবেদন দাখিল করলাম।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

অনুমোদনকারীর শীলসহ স্বাক্ষর:

পরিশিষ্ট : “খ” (অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য)

শপথ বাক্যঃ

(নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন)

আমি -----(স্ব স্ব নাম উচ্চারণ) --- মহান আল্লাহ তাআলার/সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে,

- (১) আমি হাওর রক্ষা আন্দোলনের গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে আমার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবো।
- (২) আমি ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, আর্থিক বা অন্য কোন স্বার্থে সংগঠনের নাম বা পদবী ব্যবহার করবো না।
- (৩) আমি সংগঠনের তথ্য বা নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করবো।

মহান আল্লাহ / সৃষ্টিকর্তা আমার সহায় হোন।

শপথ গ্রহণকারীর স্বাক্ষরঃ

নাম:

শপথবাক্য পাঠ পরিচালনাকারীর স্বাক্ষরঃ

নাম:

পরিশিষ্ট “গ” (অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য)

দায়িত্ব হস্তান্তরপত্র :

এতদ্বারা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ হাওর রক্ষা আন্দোলনের কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর ও গ্রহণ করলাম। একইসাথে, এতদসঙ্গে সংযুক্ত নথিপত্র, রেজিস্ট্রার ও ব্যাংকের চেক বহিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং বুঝিয়ে নেওয়া হলো।

সংযুক্ত: তালিকা এক ফর্দ।

দায়িত্ব হস্তান্তরকারী

দায়িত্ব গ্রহণকারী

স্বাক্ষর:.....

স্বাক্ষর:

নাম:

নাম:

বিদায়ী সভাপতি

নবনির্বাচিত/মনোনীত সভাপতি

কার্যনির্বাহী পরিষদ

হাওর রক্ষা আন্দোলন, মৌলভীবাজার।